আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

গবেষণা সিরিজ- ৩৯

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৭০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৪
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য	২৫
৭	জীবন্তিকাটির মূল সংলাপসমূহ ও তার শিক্ষা	২৬
৮	তাওবা কবুলের পরেও আদম ও হাওয়া (আ.) তথা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের কারণ	৬০
৯	জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখার বিষয়ে ইসলাম	৬১
১০	আল কুরআনে উপস্থিত অন্যান্য জীবন্তিকা	৬৪
১১	ইসলাম সম্মত জীবন্তিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬৪
১২	শেষ কথা	৬৪

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা'য়ালা, মানব জাতির পিতা প্রথম মানুষ আদম (আ.), মানব জাতির মাতা হাওয়া (আ.), সকল মানব রুহ, ফেরেশতাকুল, সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন এবং মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী) ইবলিস শয়তানের মধ্যকার কিছু সংলাপ কুরআনের বিভিন্ন সুরায় ছড়িয়ে আছে। সংলাপগুলো একত্র করলে এক অপূর্ব জীবন্তিকা রচিত হয়। জীবন্তিকাটি রচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ ও মঞ্চায়িত হয়েছে শাহী দরবার ও জান্নাতে, মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বে। তাই, জীবন্তিকাটিতে সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে মঞ্চায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংলাপগুলো কেউ মালা না গাঁথায় বোঝা যায়নি যে, এটি এক অপূর্ব জীবন্তিকা। মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্য জীবন্তিকাটিতে উপস্থিত আছে। আশাকরি এ জীবন্তিকার তথ্য মানব জাতি ও মুসলিমদের ব্যাপক উপকারে আসবে। আর এ তথ্য দিয়ে সত্যিকার কোনো জীবন্তিকা বা চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারলে তা মানব জাতির জন্য মহা কল্যাণকর হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রাসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায় ,এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু' টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, সুরা আন-নিসা/ ৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ; আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়, বরং আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রাসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথাটির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবকটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে- কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[১]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আল হাক্কাহ-এর ৪৪-৪৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার

পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense,عَقْلٌ , বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় **'ইসম'** বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী

দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[২] এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৩]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

---

২. মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন, খ.১, পৃ.১৮

৩. كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিস্তারিত বিবরণ- মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬)

كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আন-নিশাপুরী, আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে জালালাইন, খ. ১, পৃ. ৩৮)

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সারসংক্ষেপ হলো- একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সংশ্লিষ্ট সবকিছুই আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। (আলূসী, রূহুল মাআনী, খ. ১, পৃ. ২৬১)

যদিও এ ব্যাপারে বিভিন্ন মুফাসসির ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৪]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক

---

৪. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৫]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৬]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

৫. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

৬. আলূসী, রূহুল মাআনী, খ. ৭, পৃ. ৫০।

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- সহীহ মুসলিম (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নম্বর- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ : الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে `মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-*

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম- হে রসূলুল্লাহ (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ (কায়রো : মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), হাদীস নম্বর- ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : *আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের সপ্তম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, (কায়রো : মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির 'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে' অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়- মু' মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই ,এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায় - Common sense ,আকল ,বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের

ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

মূল বিষয়

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসম্বলিত মঞ্চায়িত চমৎকার এক জীবন্তিকা আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। জীবন্তিকাটি মঞ্চায়িত হয়েছে আল্লাহর শাহী দরবারে, মানুষ দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে উপস্থিত আছে। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে মঞ্চায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বইগুলোতে জীবন্তিকার শিক্ষাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমাদের জানামতে, পৃথিবীতে শুধুমাত্র 'ফোর ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্সে' বিষয়গুলো ক্লাস নিয়ে শেখানো হয়। ইবলিসের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার বা কাজের সঠিক তথ্য কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত কোন বইতে আলোচিত হয়েছে এবং ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্সের কোন ক্লাসে বিষয়টি শেখানো হয় তা যথাযথ স্থানে দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখে উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।
রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে।
মঞ্চায়ন স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।
জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা ভূমিকা রেখেছেন :

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানবজাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.)
৩. মানবজাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটির মূল সংলাপসমূহ ও তার শিক্ষা

জীবন্তিকাটির প্রথম সংলাপ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

অনুবাদ : আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিল- নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাতে যাচ্ছি।

(সুরা বাকারা/২ : ৩০)

সংলাপটি থেকে শিক্ষা

নিয়োগ দেওয়া প্রতিনিধিকে, সকল মনিব যে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন তা হলো-

১. প্রতিনিধি করে প্রেরণের উদ্দেশ্য
২. প্রতিনিধিত্বের পাথেয় (প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দরকারী বিষয়/বিষয়সমূহ)
৩. প্রতিনিধিত্বের নিয়ম-নীতি
৪. খাদ্য তালিকা
৫. বিপদ-আপদ
৬. ষড়যন্ত্র
৭. প্রতিনিধিত্বের সময়কাল
৮. কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ
৯. কর্মকাণ্ডের হিসাব
১০. পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি।

তাই, জীবন্তিকাটির মূল চরিত্রে অবদান রাখা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রথম সংলাপে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের মানসপটে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকার বিষয়ে ভূমিকা রাখে। এর ফলে মানুষের মনে তাকে দুনিয়ায় প্রেরণের একটি উদ্দেশ্য থাকার বিষয়টিসহ দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, সময়কাল ইত্যাদি সর্বোক্ষণ জাগ্রত থাকবে এবং সমাজ শান্তিময় হবে।

মানুষের মানসপট থেকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওপরে বর্ণিত তথ্যগুলো সরিয়ে দেওয়ার জন্য বর্তমান যুগের ষড়যন্ত্র-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

And (remember) when your lord said to the angels : " Verily, I am going to place (mankind) generation after generation on earth."

অনুবাদ : (স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, বস্তুত আমি পৃথিবীতে **বংশানুক্রমে** (মানুষ) পাঠাতে যাচ্ছি।

(সুরা বাকারা/২ : ৩০)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ .....

And it is He Who has made you generations, replacing each other on the earth.

অনুবাদ : আর তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের **বংশানুক্রমে** এক জনকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৬৫)

(THE NOBLE QUR'AN, King Fahd complex for the printing of Holy Qur'an, Date- Hijri 21.11.1404 (1983). By Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. (Former professor of Islamic faith and teachings, Islamic University, Al-Madina Al-Munawwarah) And Dr. Muhammad Muhshin Khan. (Former director, University Hospital, Islamic University, Al-Madina Al-Munawwarah)

পর্যালোচনা : THE NOBLE QUR'AN-এ উল্লিখিত দু'খানিসহ যে সকল আয়াতে خَلِيفَة শব্দ আছে তার সবখানে অনুবাদ লেখা হয়েছে **বংশানুক্রম।** আর যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে মানুষকে আল্লাহর خَلِيفَة বলা শিরক।

আরবী অভিধান অনুযায়ী خَلِيفَة শব্দের দু'টি প্রধান অর্থ হলো- প্রতিনিধি এবং বংশানুক্রম। তাই, خَلِيفَة শব্দের অনুবাদ বংশানুক্রম লিখলে আভিধানিক দিক থেকে ভুল না হলেও কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করার নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক হবে না। কারণ, কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরের ১ নম্বর নীতিমালা হলো- আল কুরআনের একটি শব্দের একাধিক অর্থ হলে সে অর্থটিই নিতে হবে যেটি নিলে অন্য কোনো আয়াত বা কুরআনের সার্বিক দর্শনের বিপরীত না হয়।

উদাহরণ স্বরূপ কদর বা তাকদীর শব্দকে উল্লেখ করা যায়। শব্দ দু'টির আভিধানিক তিনটি প্রধান অর্থ হলো- ভাগ্য, প্রোগ্রাম (নীতিমালা, বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন) এবং মর্যাদা। আল কুরআনের যত আয়াতে কদর

বা তাকদীর শব্দ দু'টি এসেছে সবখানে এ তিনটি অর্থের যেকোন একটি বসিয়ে দিলে তা মোটিই সঠিক হবে না। সুরা কদরে থাকা কদর শব্দের অর্থ হবে মর্যাদা। অন্য সকল স্থানে এর অর্থ হবে প্রোগ্রাম (নীতিমালা, বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন)। আর কোথাও এর অর্থ ভাগ্য হবে না। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা** (গবেষণা সিরিজ-১৭) বইটি পড়লে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে।

পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায় তা হলো-

১. দু/একটি আয়াতে خَلِيفَة শব্দটির অর্থ বংশানুক্রম নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্য স্থানে শব্দটির এ অর্থ নেওয়া, অনুবাদ বা তাফসীরের নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক হবে না।

২. خَلِيفَة শব্দের অর্থ প্রতিনিধি ধরলে শিরক তথা আল্লাহর সাথে অংশীদার করা হয় যুক্তি সঠিক নয়। কারণ-

   ক. খেলাফাতের দায়িত্ব কোনো একজন মানুষকে দেওয়া হয়নি। সকল মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

   খ. আল্লাহ তা'য়ালার রুহের একটি অংশ সকল মানুষের মধ্যে আছে, যা তিনি ফুঁকের মাধ্যমে দিয়েছেন, (সুরা হিজর/১৫ : ২৯)।

   গ. মনিবের কাউকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া শিরক হয় না। তাহলে মানুষকে নবী বা রাসূল বলাওতো শিরক হবে (নায়ুযুবিল্লাহ)। কারণ, নবুওয়াত বা রিসালাতের দায়িত্ব আরও অনেক বড়ো দায়িত্ব।

৩. জীবন্তিকাটির পরবর্তী সংলাপসমূহের মাধ্যমে- মানব জাতির পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কযুক্ত বেশকিছু মৌলিক বিষয় এবং মূল ষড়যন্ত্র স্পষ্টকরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সকল বিষয় আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্বের সাথে বেশি যায়।

৪. خَلِيفَة শব্দের অর্থ প্রতিনিধি ধরলে আয়াত থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা রাজতন্ত্রের প্রতি হুমকি। এটি خَلِيفَة শব্দের অর্থ পাল্টানোর পেছনে কোনো ভূমিকা রেখেছে কি না তা সকলের ভেবে দেখা দরকার।

জীবন্তিকাটির পরবর্তী ২টি সংলাপ : ফেরেশতাকুলের জিজ্ঞাসা ও আল্লাহ তা'য়ালার উত্তর

ফেরেশতাকুলের কথা

قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط

অনুবাদ : তারা (ফেরেশতাকুল) বলেছিল- আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রেরণ করতে যাচ্ছেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি (উপাসনা করছি)।

(সুরা বাকারা/২ : ৩০)

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

قَالَ اِنِّيْٓ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : তিনি বললেন- নিশ্চয় আমি যত জানি, তোমরা তা জানো না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩০)

এ সংলাপ ২টি থেকে শিক্ষা : মানুষের জীবনেরে সকল কর্মকাণ্ড ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা-

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

সংলাপ ২টির মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে দু'টি বিষয়কে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে-

১. ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজসমূহ
২. উপাসনা বিভাগের কাজসমূহ।

{**বই** : মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় (গবেষণা সিরিজ-১); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

জীবন্তিকাটির পরবর্তী সংলাপ : আল্লাহর কাজ ও কথা এবং ফেরেশতাকুল ও ইবলিসের কাজ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.

অনুবাদ : (২৮) আবার (স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করছি। (২৯) অতঃপর যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং **আমার রূহ থেকে** কিছু তাকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে (সিজদাবনত হবে)। (৩০) অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সম্মান প্রদর্শন করলো। (তবে) ইবলিস ছাড়া। সে সম্মান প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

(সুরা হিজর/১৫ : ২৮, ২৯, ৩০)

জীবন্তিকাটির এ সংলাপ ও কাজ থেকে শিক্ষা

১. প্রথম মানুষটি কাদা-মাটি তথা মাটির মৌলিক উপাদান (কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন) থেকে সৃষ্টি।
২. মানুষের জীবনী শক্তি হলো আল্লাহ তা'য়ালার রুহের একটি অংশ। এ শক্তিটি 'ফুঁক' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে দেওয়া হয়েছে।
৩. সৎমানুষ ইবলিস নয়, তারা আল্লাহর আদেশ পালন করে।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ : আল্লাহর কাজ ও জিজ্ঞাসা এবং সকল মানব রুহের উত্তর ও জিজ্ঞাসা

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ . أَوْ

تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

অনুবাদ : (১৭২) আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন- আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো- অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। **(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে,** তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন বড়ো/কবীরা গুনাহ করেছি)। (১৭৩) **অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো,** আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর (তাই তাদের অন্ধ-অনুসরণ/তাকলীদ করেছি)। তবে কি পথভ্রষ্টরা (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে তার জন্য (তা অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য) আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩)

জীবন্তিকাটির এ কাজ ও কথার বিভিন্ন অংশ থেকে শিক্ষা

'আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন' অংশের শিক্ষা- ভ্রূণ অবস্থায় মানুষের প্রজনন অঙ্গের শারীরিক অবস্থানের (Anatomical position) শিক্ষা। অর্থাৎ এ কথার মাধ্যমে মানব শরীর বিদ্যা শেখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন- আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো- অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম' অংশের শিক্ষা-

এ অংশ থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা নিজে- প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহকে তাঁর রুবুবিয়াত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মানব রুহ সেটি মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

প্রশ্ন হলো- আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানব রুহকে তাঁর রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল বিষয় শিখিয়েছিলেন, না কিছু বিষয় শিখিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা যায়- সুরা আলাকের ৫ নম্বর আয়াত ও জীবন্তিকাটির শেষ সংলাপের আয়াত থেকে।

সুরা আলাকের ৫ নম্বর আয়াত-

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : (আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : রুহের জগতে আল্লাহ রুবুবিয়াত সম্পর্কে যা শেখাননি তা আল্লাহর কিতাবে উপস্থিত আছে। তবে রুহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও আল্লাহর কিতাবে উপস্থিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব হলো সকল জ্ঞানের হার্ড কপি।

জীবন্তিকাটির শেষ সংলাপের আয়াতখানি-

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য আল্লাহর কিতাবে উপস্থিত আছে। তাই, যারা আল্লাহর কিতাব সরাসরি পড়বে ও অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না।

তাই, এ আয়াতাংশ থেকে জানা যায়-

১. আল্লাহ তা'য়ালা নিজে, প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহকে **রব শুধু তিনিই-** এ বিষয়টি শিখিয়েছিলেন। আর সকল মানব রুহ সেটি গ্রহণ ও মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিল।
২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছিল- যুগে যুগে অন্যান্য বিষয়সহ রুবুবিয়াতের সকল বিষয় ধারণকারী কিতাব আমার কাছ থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে।

সকল মানব রুহ আল্লাহর কিতাব জানা ও মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিল। তাই, সকল ধর্মের মানুষেরা মূল সৃষ্টিকর্তাকে একজন হিসেবে জানে ও মানে। এ অঙ্গীকারটি পূরণের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো- মূল ভাষায় বা অনুবাদ পড়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করা ও মেনে চলা।

(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন বড়ো গুনাহ করেছি)' অংশের শিক্ষা- এ অংশে (১৭২ নম্বর আয়াত)- রুহের জগতে স্বয়ং আল্লাহর মানুষকে রুবুবিয়াত শেখানো এবং সে ব্যাপারে অঙ্গীকার নেওয়ার ১ নম্বর কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো, কিয়ামতের দিন মানুষ যাতে বলতে না পারে- রুবুবিয়াতের পরিপূর্ণ জ্ঞান কোথায় আছে তা তাদের জানা ছিল না।

তাই, এ অংশের শিক্ষা হলো-

১. সকল মানুষকে, মূল ভাষায় বা অনুবাদ সরাসরি পড়ে আল্লাহর কিতাবে উপস্থিত রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল জ্ঞানার্জন করতে হবে।
২. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে তাঁর সাথে সরাসরি করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে। অর্থাৎ বড়ো গুনাহ হবে।
৩. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে ইবলিসের ষড়যন্ত্র কবলিত হয়ে মানুষ রুবুবিয়াত সম্পর্কিত বিভিন্ন কবীরা গুনাহ করবে। অতঃপর সে গুনাহ নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে ও শাস্তি পাবে।

'অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর (তাই তাদের অন্ধ-অনুসরণ/তাকলীদ করেছি)' অংশের শিক্ষা- এ অংশে রুহের জগতে স্বয়ং আল্লাহর মানুষকে রুবুবিয়াত শেখানোর ২ নম্বর কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো, কিয়ামতের দিন মানুষ যাতে বলতে না পারে- রুবুবিয়াতের পরিপূর্ণ জ্ঞান কোথায় আছে তা তাদের জানা ছিল না। তাই বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধ-অনুসরণ করেছে এবং তারা রুবুবিয়াত বিরোধী যে শিরকী কাজ করতো আমরাও তা করেছি।

তাই, এ অংশের শিক্ষা হলো-

১. সকল মানুষকে- মূল ভাষায় বা অনুবাদ সরাসরি পড়ে আল্লাহর কিতাবে উপস্থিত রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল জ্ঞানার্জন করতে হবে।
২. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে- মানুষ ইবলিসের ষড়যন্ত্র কবলিত হয়ে বাপ, দাদা, আকাবের, মনীষীদের নির্ভুল ধরে অন্ধ-অনুসরণ/তাকলিদ করে একটি শিরক করবে।

অন্যদিকে তাদের শেখানো অন্য আমল করে শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ করবে।

'তবে কি পথভ্রষ্টরা (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে সে জন্য (তা অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য) আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা- পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধ-অনুসরণ (তাকলিদ) করা মানুষ (তাওবা না করে) কিয়ামতে উপস্থিত হলে ধ্বংস হবে। অর্থাৎ তারা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে। এর কারণ হবে তাদের করা শিরক বা অন্য কবীরা গুনাহ।

তাই, জীবন্তিকার এ ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষাসমূহ হলো-

১. সকল মানুষকে মূল ভাষায় বা অনুবাদ সরাসরি পড়ে আল্লাহর কিতাবে উপস্থিত রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল জ্ঞানার্জন করতে হবে।

২. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে আল্লাহর সাথে সরাসরি করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে। অর্থাৎ বড়ো গুনাহ হবে।

৩. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে মানবতার শত্রু ইবলিস ষড়যন্ত্র করে সমাজে পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের, মনীষীদের নির্ভুল ধরে অন্ধ-অনুসরণ (তাকলিদ) করা নামক শিরক চালু করে দেবে।

৪. আল্লাহর কিতাবের সরাসরি জ্ঞানের অভাব ও পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের, মনীষীদের অন্ধ-অনুসরণের মিলিত ফলে মানুষ শিরক ও অন্যান্য বহু কবীরা গুনাহ করবে।

৫. অতঃপর অন্ধ-অনুসরণ ও অন্য শিরক এবং অন্যান্য কবীরা গুনাহসহ (তাওবা না করে) কিয়ামতে উপস্থিত হয়ে মানুষ ধ্বংস হবে। অর্থাৎ জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে।

{**বই** : 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ- শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২। **বই** : 'অন্ধ অনুসরণ (তাকলিদ) সকলের জন্য শিরক বা কুফরী নয় কি?' (গবেষণা সিরিজ-২১); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

পরবর্তী সংলাপ : আল্লাহ তা'য়ালার মানুষ ও ফেরশতাদের ক্লাস নেওয়া

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

সরল অনুবাদ ('ইসম' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : অতঃপর তিনি (আল্লাহ) আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

জীবন্তিকার এ বিষয় থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে 'সকল ইসম' শেখান। তারপর ফেরেশতাদের ক্লাসে বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। **প্রশ্ন হলো-** আল্লাহ তাঁর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে 'ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছেন?

প্রচলিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন। অর্থাৎ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শিখিয়েছেন।

এ অনুবাদ সঠিক ধরলে **প্রশ্ন হলো-** শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহ তা'য়ালার মতো সত্তার মর্যাদার সাথে যায় কি না? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো- কখনো যায় না। তাই সহজে বলা যায়, আয়াতখানির প্রচলিত অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা : পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ লেখাপড়া না করলেও Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞানের আলোকে বুঝতে পারে। কিন্তু অন্য তিন বিভাগের বিষয়গুলো জানতে হলে অবশ্যই কারো কাছ (মা, বাবা, শিক্ষক ইত্যাদি) থেকে তা শিখতে হয়।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো- গুণবাচক বিষয়। আর এ বিষয়গুলো হলো- মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা বান্দার হক ধরনের বিষয়।

আরবী ভাষায় 'ইসম' চার শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. বিশেষ্য/Noun (নামবাচক ইসম),
২. বিশেষণ/Adjective (গুণবাচক ইসম)
৩. সর্বনাম/Pronoun
৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb)।

তাই, আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হলো- আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, সকল মানব রুহকে মানব জীবনের গুণবাচক ইসম তথা মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় শেখান। তারপর ফেরেশতাদের ক্লাসে বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর ঐ বিষয়গুলো কোনো না কোনোভাবে মানুষের বস্তুগত শরীরে দিয়ে দিয়েছেন।

আর মানুষের বস্তুগত শরীরে বিষয়গুলো যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا .

অনুবাদ : শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে, জন্মগতভাবে মানুষের মনে, ন্যায়-অন্যায় তথা মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় বোঝার একটি শক্তি/উৎস দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ শক্তি/উৎসটিই হলো- Common sense/আকল/বিবেক/ বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান।

আল্লাহ তা'য়ালার ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে তাদের জীবনের শুধু ন্যায়-অন্যায় তথা মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় শেখানোর পেছনে কি কোনো কারণ নেই? উত্তর হলো- অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। আর সে কারণ হলো- ঐ বিষয়সমূহ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। তাই, মহান আল্লাহ এ বিষয়গুলো শেখানোর কাজটি অন্য কারো, এমনকি নবী-রাসূলগণের হাতেও ছেড়ে দেননি। মানব জীবনের অন্য তিনভাগের বিষয় হলো মানব জীবনের পাথেয় তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয়।

{**বই** : 'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' (গবেষণা সিরিজ-৬); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-১। **বই** : 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' (গবেষণা সিরিজ-১); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২।}

শিক্ষা-২

মানব জাতিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, ক্লাস নিয়ে মানুষকে বিভিন্ন জ্ঞান শেখাতে হবে। আর সেখানে শিক্ষক হবেন জ্ঞানসহ সকল দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।

জীবন্তিকাটির পরবর্তী সংলাপ- ফেরেশতাদের উত্তর

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

অনুবাদ : তারা বললো- পবিত্রতা (ত্রুটিমুক্ততা) আপনার গুণ, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা বাকারা/২ : ৩২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে ফেরেশতারা জানায় যে- তারা ঐ সব বিষয় জানে না। কারণ, তাদের যা শেখানো হয়েছে ঐগুলো তার বাইরের বিষয়।

জীবন্তিকাটির পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহর আদেশে আদম (আ.)-এর ফেরেশতাদের ক্লাস নেওয়া

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ .....

অনুবাদ : তিনি বললেন- হে আদম! তুমি তাদেরকে (ফেরেশতাদের) এ 'সকল ইসম'-গুলো বলে দাও। অতঃপর সে তাদেরকে (ফেরেশতাদের) সে 'ইসমগুলো' বলে দিলো... ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ৩৩)

এ সংলাপ ও ক্লাস নেওয়া থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

জ্ঞানের দিক থেকে ফেরেশতাদের তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ। আর এটিই সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। আর এ জ্ঞান মানুষের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্যের কারণ হবে।

শিক্ষা-২

নিজের শেখা বা জানা জ্ঞান অন্যকে জানানো তথা প্রচার করার (দাওয়াত দেওয়ার) শিক্ষা।

শিক্ষা-৩

কোনো বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে তা অন্যকে শেখাতে হবে। তাইতো মানুষের তৈরি করা জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (Golden rules of education) হলো-

- I listen, I forget
- I see, I remember
- I practice, I learn
- I teach, I master

- আমি শুনি, আমি ভুলে যাই
- আমি দেখি, আমি মনে রাখি
- আমি অনুশীলন করি, আমি শিখি
- আমি শিখাই, আমি পাণ্ডিত্য অর্জন করি

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অনুবাদ : আর যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সম্মান দেখাও (সিজদা করো), তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সম্মান দেখালো। সে অহংকার করলো ও অমান্য করলো। আর (এভাবে) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৪)

এ সংলাপ থেকে শিক্ষা

প্রথমবার সিজদা না করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে কাফির বলে ঘোষণা করেননি, কিন্তু এবার করেছেন। এর পেছনে কি কোনো কারণ নেই? অবশ্যই আছে।

সে কারণ হলো- প্রথমবার ইবলিসের আল্লাহর আদেশের বিষয়ে ভুল বোঝার সুযোগ ছিল। সুযোগটি হলো- ইবলিস আগুনের তৈরি। আর আল্লাহ ইবলিসের সামনে মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন। তাই, ইবলিস হয়তো মনে করেছিল তার মর্যাদা বেশি। এ জন্যে ফেরেশতাদের সম্মান দেখানো (সিজদা করা) লাগলেও তার লাগবে না। কিন্তু ক্লাসের পর, বাস্তব (সত্য) উদাহরণের ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানার পর, আল্লাহর আদেশের যৌক্তিকতার বিষয়ে ভুল বোঝার আর কোন সুযোগ ছিল না।

তাই, এ সংলাপের শিক্ষাগুলো হলো-

শিক্ষা-১

কুরআন থেকে একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে।

{**বই** : কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা (গবেষণা সিরিজ-২৬); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-১}

শিক্ষা-২

কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ব্যাকরণ নয়, বরং সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

{**বই** : 'কুরআনের সরল অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা, অনুবাদ ও উদহরণের গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৩৪); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-১}

শিক্ষা-৩

আল্লাহর আদেশ ওজর ছাড়া (ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশী মনে/অহংকার করে) অমান্য করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হয়। তাই এ সংলাপ থেকে- নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার নীতিমালা শেখানো হয়েছে।

{**বই** : গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (গবেষণা সিরিজ-২২); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

শিক্ষা-৪

আল্লাহ যাকে কাফির ঘোষণা দিয়েছেন তার কৃত সকল নেক আমল শূন্য হয়ে গেছে- এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সংলাপটি থেকে জানা যায়- একজন জ্বিন যার ইবাদাতের আধিক্যের কারণে আল্লাহ তাকে নিজ শাহী দরবারে অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটিমাত্র কবীরা গুনাহ করার কারণে সে জ্বিনকে আল্লাহ তা'য়ালা কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ জ্বিনের সকল নেক আমল শূন্য হয়ে গেছে বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই, এ সংলাপের আর একটি শিক্ষা হলো- একটিমাত্র কবীরা গুনাহ করার কারণে, সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী মানুষেরও সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। আর তাই, এ সংলাপের মাধ্যমে- আমল মাপার নীতিমালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে নীতিমালা হলো- গুনাহ মাপা হবে ভর নয়, বরং গুরুত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে।

{**বই** : 'আমল মাপার পদ্ধতি' (গবেষণা সিরিজ-১৮)। **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

জীবন্তিকার পরবর্তী ৩টি সংলাপ- আল্লাহর জিজ্ঞাসা, ইবলিসের উত্তর এবং আল্লাহর অভিশাপ ও নির্দেশ

আল্লাহ তা'য়ালার জিজ্ঞাসা

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

অনুবাদ : আল্লাহ বললেন- হে ইবলিস! তোর কী হলো যে তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলি না?

(সুরা হিজর/১৫ : ৩২)

ইবলিসের উত্তর

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

অনুবাদ : সে বললো, গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড (খণ্ডের মূল উপাদান) থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৩)

আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ ও নির্দেশ

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

অনুবাদ : তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন- তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা (বিতাড়িত), কেননা নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত। আর নিশ্চয় তোর (ইবলিসের) প্রতি অভিশাপ (শাস্তি) শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত (চিরকাল)।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৪, ৩৫)

এ ৩টি সংলাপ থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে ভুল স্বীকার করার (তাওবা করা) সুযোগ দিয়েছিলেন। সুযোগটি নিলে ইবলিসের বড়ো গুনাহটি (কবীরা গুনাহ) মাফ হয়ে যেতো। কিন্তু ইবলিস সেটি গ্রহণ না করে তার ভুলের ওপর অবিচল থাকলো। তাই এ সংলাপের একটি শিক্ষা হলো- ভুল স্বীকার করলে তথা তাওবা করলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

শিক্ষা-২

শারীরিক গঠন, রং ও বংশ কোনো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল (তাকওয়া) হলো মাপকাঠি।

শিক্ষা-৩

একটিমাত্র বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে নেওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বীনকে আল্লাহ বিতাড়িত ও

অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। আর বলেছেন তার জন্য অভিশাপ থাকবে দুনিয়া যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন।

তাই, এ সংলাপের একটি শিক্ষা হলো- একটিমাত্র কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে গেলে স্থায়ী শাস্তি (চিরকাল জাহান্নাম) পেতে হবে।

{**বই** : কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি না (গবেষণা সিরিজ-২০); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

পরবর্তী ২টি সংলাপ- ইবলিসের চাওয়া ও আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন

ইবলিসের চাওয়া

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, হে আমার রব! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৬)

আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .

অনুবাদ : তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন- তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৭, ৩৮)

এ দু'টি সংলাপ থেকে শিক্ষা

ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্র কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

{**বই** : 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে' (গবেষণা সিরিজ-৩০); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-১}

পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ .

প্রচলিত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া সরল পথ/সরল সঠিক পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬)

সংলাপটির প্রচলিত অনুবাদের অংশভিত্তিক পর্যালোচনা

'আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন' অংশের পর্যালোচনা- আয়াতখানির বক্তব্য যদি প্রকৃতভাবে এটি হয় তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন আসে যে- ইবলিস সঠিক পথে ছিল কিন্তু আল্লাহ নিজেই তাকে বিপথে নিয়েছেন। তাহলে ইবলিস কেন শাস্তি পাবে। তাই, এ অংশটির উল্লিখিত অর্থ সঠিক হবে না।

'আপনার দেওয়া সরল সঠিক পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো' অংশের পর্যালোচনা- মুসতাকিম শব্দটির অর্থ সরল পথ বা সরল সঠিক পথ হবে না। এর প্রকৃত অর্থ পরে আসছে।

সংলাপটির প্রকৃত অনুবাদ (الْمُسْتَقِيمَ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির মাধ্যমে, অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া الْمُسْتَقِيمَ পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

সংলাপটির প্রকৃত অনুবাদের অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আপনি যেহেতু (মানব জাতির মাধ্যমে, অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন' অংশের ব্যাখ্যা- অতাৎক্ষণিকভাবে ঘটা কথাটির অর্থ হলো- প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধানের ভিত্তিতে কোনকিছু ঘটা। জীবন্তিকাটি রচনা করার আগেই আল্লাহ তা'য়ালার প্রোগ্রাম করা ছিল যে- তাঁর আদেশ জানার পর বা সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে তাঁর আদেশের যৌক্তিকতা জানার পর কেউ যদি অমান্য করে এবং পরে তাওবা না করে তবে তাকে স্থায়ীভাবে শাস্তি (জাহান্নাম) পেতে হবে। জ্বীন জাতি মানব জাতির আগের সৃষ্টি। তাই, এ ধরনের প্রোগ্রাম জ্বীন জাতির জন্য থাকা এবং ইবলিসের তা জানা থাকাটাই স্বাভাবিক।

তাই, *'আপনি যেহেতু (মানব জাতির মাধ্যমে, অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন' অংশের ব্যাখ্যা হবে-* যেহেতু মানব জাতির মাধ্যমে আপনার প্রণীত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি বিপথগামী হলাম।

'আপনার দেওয়া الْمُسْتَقِيمَ পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো' অংশের ব্যাখ্যা- মুসতাকিম শব্দটি কা'মা বা ইসতিকামাত শব্দ থেকে এসেছে। তাই এর অর্থ হবে **স্থায়ী পথ**। সরল পথ বা সরল সঠিক পথ হবে না। কারণ,

আজকে যে পথটি সরল বা সরল সঠিক মনে হচ্ছে, নতুন আবিষ্কারের কারণে কয়েক বছর পর সে পথটি আরো সরল হতে পারে। কিন্তু **স্থায়ী পথ** হলো সেটি, যার মূলনীতি কখনো পরিবর্তন হবে না।

তাই, আয়াতখানির আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা হবে- আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

সংলাপটির প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো- মানব জাতির মাধ্যমে আপনার প্রণীত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি যেহেতু বিপথগামী হলাম ও শাস্তি পেলাম। সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

সংলাপটির শিক্ষা

শিক্ষা-১

আল্লাহর প্রেরিত কিতাবে উপস্থিত থাকা আল্লাহর- ইচ্ছা, অনুমতি, আদেশ, দেওয়া, করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কথার অধিকাংশ স্থানে ব্যাখ্যা হবে- অতাৎক্ষণিকভাবে ঘটা তথা আল্লাহর প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ঘটা।

শিক্ষা-২

মানুষের জন্য মহান আল্লাহ যে স্থায়ী জীবন পরিচালনার পথ দিতে যাচ্ছেন ঐ পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকবে।

পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

এ সংলাপের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আমি (ইবলিস) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে' কথাটির শিক্ষা- ইবলিস মানব

জাতিকে, জীবন পরিচালনার আল্লাহ তা'য়ালা দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

'আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' কথাটির শিক্ষা- ইবলিস চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানব জাতিকে, জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে যেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত শোকর আদায়কারী না হতে পারে।

আল্লাহর তথা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ তিনভাগে বিভক্ত-

১. শোকর আদায় না করা তথা অকৃতজ্ঞ মানুষ।
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. কল্যাণ/উপকার, জানা/উপলব্ধি করার পর- কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

ইবলিস ৩ নম্বর বিভাগের মানুষ তৈরি হতে বাধা দেবে। কারণ, ঐ মানুষেরা ইসলামের করণীয় বিষয়গুলোর কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অকল্যাণ জানে। তাই, এদেরকে সে ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিতে পারবে না। আর এ কাজটি করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, **জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া।** কারণ, এটি করতে পারলে- যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী যত জ্ঞানার্জন করবে তার তত ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

এর ফলস্বরূপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানব জীবনের ব্যর্থতা বা চরম অশান্তি। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায়- ইবলিসের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে মানব জাতি আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের সঠিক অর্থ ও সংজ্ঞাটিও হারিয়ে ফেলেছে।

আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের প্রকৃত অর্থ হলো স্থায়ী পথ। আর ইবলিস অর্থ হিসেবে খাইয়েছে সরল পথ বা সরল সঠিক পথ। স্থায়ী পথ এবং সরল পথ বা সরল সঠিক পথের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথের সংজ্ঞা-
প্রথম স্তর : আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও

সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া।

দ্বিতীয় স্তর : সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্য সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা।

তৃতীয় স্তর : অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

(অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্য থাকবে- সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদি।)

সংজ্ঞাটি সহজে বুঝার উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা বাকারা/২ : ২৬)
বর্তমান যুগের জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি চমৎকারভাবে বোঝা যায়।

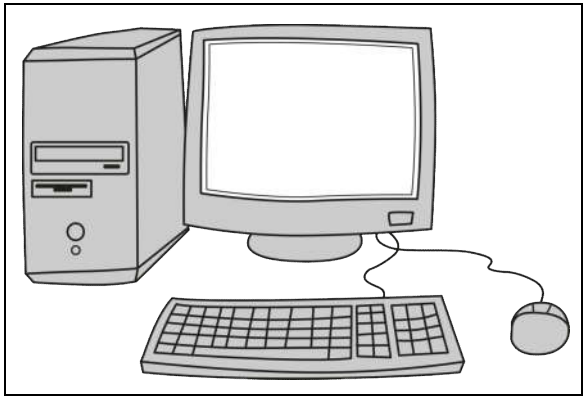

কম্পিউটার তৈরি করার সময় ইঞ্জিনিয়ারগণ যন্ত্রটিকে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ তথা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা (Proecssor) এবং প্রোগ্রাম (Programme) দিয়ে দেয়। এরপর যেকোনো সময় নতুন স্মরণ শক্তি তথা জ্ঞান যোগ করতে পারলে কম্পিউটারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়। তখন কম্পিউটার পূর্বের তুলনায় আরও বেশি বিষয়ের সঠিক সমাধান দিতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালাও মানুষের ব্রেইনে জন্মগতভাবে কিছু বুনিয়াদি জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা (সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা) এবং প্রোগ্রামসহ একটি জ্ঞানের উৎস/শক্তি দিয়েছেন। যার নাম হলো- Common sense/আকল/বিবেক /বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান। এরপর মানুষ- কুরআন, সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদিতে থাকা সঠিক জ্ঞান ঐ শক্তিতে যোগ করলে ঐ জ্ঞানের শক্তির বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ শক্তিটির কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য বিষয় বুঝা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা, সিদ্ধান্ত দেওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি ক্ষমতা বেড়ে যাবে। মানব ব্রেইনের এ অবস্থা পুরো জীবন ধরে চালু থাকে।

পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস আরও) বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে (মানব জাতির কারণে অতাৎক্ষণিকভাবে) বিপথগামী করলেন তাই অবশ্যই আমিও পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণকে ছাড়া।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৯, ৪০)

আয়াতদু'খানির সংলাপের অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

'অবশ্যই আমিও পৃথিবীতে তাদের কাছে (পাপ কাজকে) আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে তথা নিষিদ্ধ কাজটি করলে লাভ/কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব/কিছুকাল জাহান্নামে থেকে অনন্তকাল জান্নাত ইত্যাদি পাওয়া যাবে বলে ধোঁকা দিয়ে সকল মানুষকে বিপথে নেবে।

'তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণকে ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের ধোঁকা দিতে পারবে না। কারা এই 'একনিষ্ঠ'

বান্দা? প্রশ্নটির উত্তর বর্তমান মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। একনিষ্ঠ বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানবে। এ সকল মানুষদের কাছে ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুক না কেন তারা তা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা ঐ নিষিদ্ধ কাজটির বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ জানে। নিষিদ্ধ কাজের বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ এবং করণীয় কাজের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ জানার সাথে মানব শরীর বিজ্ঞান (Human biology) ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে।

মানব সভ্যতার বর্তমান কাল পর্যন্ত ইবলিসের এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সফলতার মাত্রা হলো-

১. কাওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞান না থাকা। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে খুব হাল্কাভাবে বিজ্ঞানকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. সারাবিশ্বের ইসলামী শিক্ষায় বিজ্ঞান অতিশয় গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে উপস্থিত থাকা।

{**বই** : 'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' (গবেষণা সিরিজ-১৩); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহর কথা

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .

অনুবাদ : বিপথগামীদের মধ্যে যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) তোকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার অন্য বান্দাদের ওপর অবশ্যই তোর (ধোঁকাবাজির) ক্ষমতা (শতভাগ) কার্যকর হবে না।

(সুরা হিজর/১৫ : ৪২)

আল্লাহর এ বক্তব্যের শিক্ষা

ইচ্ছাকৃতভাবে ইবলিসকে অনুসরণ করা মানুষ ছাড়া অন্যদের ওপর তার ধোঁকার শক্তি শতভাগ কার্যকর হবে না। অন্য মানুষদের, ইবলিসের ধোঁকা খেয়ে বিপথে যাওয়ার মাত্রা নির্ভর করবে- কুরআন, সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান

ইত্যাদিতে থাকা সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির Common sense কী পরিমাণ উৎকর্ষিত হয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করার পর সেগুলোর বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারার পরিধি ও গভীরতার ওপর। উপরোক্তভাবে যার Common sense যত কম উৎকর্ষিত হবে সে ইবলিসের ধোঁকা তত বেশি খাবে।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহর কথা

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ .

অনুবাদ : তিনি (আল্লাহ) বললেন- এটাই আমার কাছে (ইসলামী জীবন ব্যবস্থার) স্থায়ী পথ।

(সুরা হিজর/১৫ : ৪১)

আল্লাহর এ বক্তব্যের শিক্ষা : এটাই তথা এ পর্যন্তকার ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে যে পথের ছবি মহান আল্লাহ জানালেন সেটাই হলো আল্লাহর কাছে মানব জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ। অর্থাৎ সে পথ হলো-

১. **জ্ঞানার্জন, আমল ও শোকর আদায় করার পদ্ধতি**

প্রথমে আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া। **তারপর** সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্যান্য অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা। **অতঃপর** অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে থাকবে- সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদি।

২. ইবলিস মানবতার শত্রু হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে এবং সে চতুর্মূখী ষড়যন্ত্র করে মানুষকে আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

৩. ইবলিস শক্তি প্রয়োগ করে নয়, ষড়যন্ত্র করে/ধোঁকা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

৪. ইবলিসের ষড়যন্ত্র/ধোঁকার মূল পদ্ধতি হবে- পরহেজগার ও মানব দরদী সেজে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের চরম ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করা। তারপর সে ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যার গায়ে নেকী/সাওয়াব/কল্যাণ/কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকাল জান্নাত ইত্যাদি মোড়ক লাগিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহর কথা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ : আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৫)

আল্লাহর এ সংলাপ থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

পৃথিবীর মানুষের খাদ্য তালিকা এবং সে তালিকা অমান্য করলে জালিম বলে গণ্য হওয়ার শিক্ষা। সে খাদ্য তালিকা হলো- কুরআন যা সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করেছে তা ছাড়া পৃথিবীর সবকিছু খাওয়া যাবে।

শিক্ষা-২

আল্লাহর কিতাবের ১টি মাত্র আদেশ অমান্য করলেও ব্যক্তিকে জালিম বলে গণ্য হতে হবে।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহর কথা

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ . إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ . وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ .

অনুবাদ : অতঃপর আমরা বললাম, হে আদম! নিশ্চয় এ (ইবলিস) তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন (ষড়যন্ত্র করে আমার আদেশ অমান্য করিয়ে) তোমাদের দু'জনকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়। তাহলে

তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে। নিশ্চয় তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন থাকবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত ও রোদে ক্লান্ত হবে না।

(সুরা ত্বাহা/২০ : ১১৭-১১৯)

এ সংলাপের বিভিন্ন অংশের শিক্ষা

'হে আদম! নিশ্চয় সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন (ষড়যন্ত্র করে আমার আদেশ অমান্য করিয়ে) তোমাদের দু'জনকে জান্নাত হতে বের করে না দেয় তাহলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে' অংশের শিক্ষা- ইবলিস শয়তান (ও তার দোসররা) মানব জাতির শত্রু। তার কথা মানলে পৃথিবীতে মানব জাতিকে দুঃখ-কষ্ট পেতে হবে।

'নিশ্চয় তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন থাকবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত ও রোদে ক্লান্ত হবে না' অংশের শিক্ষা- জান্নাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে (সরকারীভাবে) অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান হলো মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা। তাই, এ অংশের শিক্ষা হলো- পৃথিবীতে মানব সমাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সে রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে জনকল্যাণমূলক। যেখানে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য কেউ কষ্টে থাকবে না।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর, তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করা (এবং অন্যভাবে কষ্ট দেওয়ার) জন্য, শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো আর বললো- তোমরা দু'জনে যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

এ সংলাপের বিভিন্ন শিক্ষা

শিক্ষা-১

'অতঃপর, লজ্জাস্থান যা তাদের পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করা (এবং অন্যভাবে ক্ষতি করার) জন্য, শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো' অংশের শিক্ষা- শয়তানের কথা বিশেষকরে

লজ্জাস্থান সম্পর্কিত কথা মানলে মানব সভ্যতার ব্যাপক ক্ষতি হবে। বর্তমান যুগের AIDS এ তথ্যের সত্যতার একটি বড়ো প্রমাণ।

শিক্ষা-২

'শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো আর বললো- তোমরা দুজনে যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা- এ সংলাপের মাধ্যমে ইবলিসের ষড়যন্ত্রের মূল পদ্ধতি এবং তার স্তর বিন্যাস কী হবে তা জনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে পদ্ধতি ও স্তর বিন্যাস হলো-

প্রথম স্তর : আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ তথ্যসন্ত্রাস করা।

দ্বিতীয় স্তর : সে ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যার গায়ে কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব/কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জান্নাত ইত্যাদি মোড়ক লাগিয়ে প্রচার করা।

তথ্যসন্ত্রাসের কারণে মানব সভ্যতার সবচেয়ে ক্ষতি হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অনুবাদ : আর ফিতনা (অপপ্রচার/ অন্যায় আচরণ/তথ্যসন্ত্রাস) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর) বিষয়।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯১)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন-

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ .

অনুবাদ : আর ফিতনা (অপপ্রচার/অন্যায় আচরণ/তথ্যসন্ত্রাস) হত্যার চেয়ে অনেক বড়ো (ক্ষতিকর) বিষয়।

(সুরা বাকারা/২ : ২১৭)

শিক্ষা-৩

বাস্তব ঘটনা বা সত্য উদাহরণের মাধ্যমে তাত্ত্বিক (Theoretical) বিষয়গুলো শেখানো, বোঝনো বা ব্যাখ্যা করার নীতির শিক্ষা

পূর্বের সংলাপের মাধ্যমে ইবলিস- আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথে সর্বোক্ষণ ওত পেতে থাকবে, চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করবে, কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা

দেবে ইত্যাদি কথাগুলো তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়েছে। আর জীবন্তিকার আলোচ্য ও পরের বিষয়টির মাধ্যমে ঐ তাত্ত্বিক কথাগুলো, বাস্তব ঘটনা তথা সত্য উদাহরণের মাধ্যমে শেখানো হয়েছে।

তাই, এখান থেকে শিক্ষা হলো- কুরআন বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার প্রধান মাধ্যম আরবী ব্যাকরণ নয়। বরং তা হলো সত্য উদাহরণ।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

অনুবাদ : আর সে তাদের দু'জনের কাছে (আল্লাহর নামে) কসম করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০, ২১)

এ সংলাপের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

ইবলিস (ও তার দোসররা) আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করানোর জন্য শুধু কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে ক্ষান্ত হবে না। সে তার ব্যক্তি সত্তাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দু'টি কাজ করবে-

১. নিজেকে ভীষণ পরহেজগার/মুত্তাকী বলে ধারণা দেওয়ামূলক কথা বলবে বা অবয়ব নিয়ে হাজির হবে। যেমন-
   ক. আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলা।
   খ. দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, বিশেষ ধরনের পোশাকসহ উপস্থিত হওয়া।
   গ. আল্লামা, মুহাক্কীক, মাওলানা, পীর, বুজর্গ, কামিল ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।
   ঘ. বিলাতী, মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী ইত্যাদি ডিগ্রীসহ উপস্থিত হওয়া।

২. নিজেকে মানুষের বড়ো কল্যাণকামী বলে পরিচয় দেওয়া। যেমন-
   ক. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। (বিদেশী ডিগ্রী হলে সুবিধা অধিক)।
   খ. মানবতাবাদী, সমাজকর্মী, গরীবের বন্ধু ইত্যাদি।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা এবং আদম ও হাওয়া (আ.)-এর কাজ

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে (গাছটির বিষয়ে) স্খলিত করলো এবং তারা (আল্লাহর জানানো জ্ঞানের) যে অবস্থানে ছিলো সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের কবলিত হয়ে, আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) **উভয়েই** আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি বলা কথায় স্থির না থেকে গাছটির কাছে গিয়ে তার ফল খেয়ে ফেলেন।

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ

অনুবাদ : এভাবে সে (ইবলিস) ধোঁকার মাধ্যমে তাদেরকে অধঃপতিত করলো। অতঃপর যখন তারা সেই গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২২)

বাইবেলের তথ্য

হাওয়া (আ.) প্রথমে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিল এবং আদম (আ.)-কে তা খেতে উৎসাহিত করেছিল। এ তথ্য সঠিক নয়। কুরআন অনুযায়ী তাঁরা দু'জনে একসাথে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন।

এ সংলাপ ও কাজ থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

ইবলিসের ষড়যন্ত্র এত শক্তিশালী হবে যে বিভিন্ন তথ্যসন্ত্রাস করে সে আল্লাহর কিতাবের সরাসরি বক্তব্যের বিপরীত কথা মানব জাতিকে গ্রহণ করাতে চেষ্টা করবে এবং অনেক ক্ষেত্রে সক্ষম হবে।

শিক্ষা-২

লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে এটি তাদেরকে কেউ বলেনি। তাহলে আদম ও হাওয়া (আ.) কোথা থেকে এ শিক্ষাটি পেলেন সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো- এটি তাঁরা পেয়েছেন নিজের Common sense (আকল/বিবেক) থেকে। যা এ ঘটনার পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে শিক্ষা

দিয়েছেন। আর এটি জ্ঞানের উৎস Common sense ব্যবহার করার প্রথম উদাহরণ।

শিক্ষা-৩

লজ্জা পাওয়া এবং লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা মানুষের স্বভাবজাত তথা কল্যাণকর বিষয়। তাই, যারা বলে বা বলতে চায় মানুষের লজ্জা না থাকুক বা মানুষ লজ্জাস্থান বেশি বেশি উন্মুক্ত রাখুক, তারা মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তথা মানব সমাজের ক্ষতি সাধনকারী। আর এ ক্ষতির বর্তমান উদাহরণ হলো যৌন অপরাধ ও AIDS রোগ।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ : আদম ও হাওয়া (আ.)-এর প্রার্থনা এবং আল্লাহ তা'য়ালার কাজ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

অনুবাদ : তারা বললো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২৩)

মহান আল্লাহ বলেন,

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অনুবাদ : তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে (ক্ষমা প্রার্থনার) কয়েকটি বাক্য লাভ করলো (এবং তার মাধ্যমে তাওবা করলো), তখন তিনি তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৭)

এ সংলাপ ও কাজ থেকে শিক্ষা

অনুশোচনা সহকারে তাওবা করলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

অনুবাদ : আর আমরা বললাম, তোমরা (সকলেই) নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। আর পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য রয়েছে আবাস ও ভোগের সামগ্রী।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৬)

এ সংলাপের শিক্ষা

শিক্ষা-১

মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় পৃথিবীতে থাকতে হবে এবং ইবলিসও শত্রু তথা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাদের সাথে থাকবে।

শিক্ষা-২

পৃথিবীতে মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটানোর সকল জিনিসের উপাদান উপস্থিত থাকবে, তবে তা আল্লাহর তরফ থেকে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় প্রস্তুত করা থাকবে না। মানুষকে কষ্ট বা গবেষণা করে তা ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করে নিতে হবে।

জীবন্তিকাটির শেষ সংলাপ : আল্লাহর কথা

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, অতঃপর যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

শেষ সংলাপটি থেকে শিক্ষা

শিক্ষা-১

আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে মানব জীবনের সব মৌলিক তথ্য, করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় (রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য), ষড়যন্ত্র ও তা থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি ধারণকারী কিতাব পৃথিবীতে যাবে। ইবলিসের ষড়যন্ত্র যত গভীর হোক না কেন সে ব্যক্তিদের ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না যারা- ঐ নির্দেশিকা/গ্রন্থ মূল ভাষায় বা অনুবাদ সরাসরি এবং বুঝে বুঝে পড়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা মেনে চলবে।

{**বই** : 'ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?' (গবেষণা সিরিজ-৭); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-২}

শিক্ষা-২

ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, দুনিয়ার মানুষের আল্লাহর সাথে কথা বলে তথ্য/জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা থাকার শিক্ষা। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি যেভাবে জানা যায়-

আল কুরআনের কোথাও এ কথা নেই যে, আদম (আ.) তার সন্তানদের ইবলিসের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো পথনির্দেশিকা/কিতাব চেয়েছিলেন। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় জীবন্তিকার শেষ সংলাপটি মানব জাতির পিতা ও মাতার ভয় ও দুশ্চিন্তার জবাব হিসেবে বলা হয়েছে।

ভয় ও দুশ্চিন্তাটি ছিল এ ধরনের- আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়ায় বসবাস করার আদেশ এবং সাথে ইবলিসের থাকার বিষয়টি জানার পর মানব জাতির পিতা ও মাতা আদম ও হাওয়া (আ.) মনে মনে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান। তাঁরা ভাবছিলেন, ইবলিস ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস করে নবী ও নবীর স্ত্রীকে দিয়ে দু'টি মারাত্মক বিষয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে-

১. আল্লাহর স্পষ্ট আদেশের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করানো।
২. জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো।

তাই, ইবলিসের পক্ষে ষড়যন্ত্র করে তাদের সকল সন্তানকে বহু মৌলিক ভুল/মিথ্যা কথা গ্রহণ করিয়ে বিভিন্ন ধরনের কবীরা গুনাহ করানো এবং তার ফলস্বরূপ জাহান্নামে পাঠানো মোটেই কঠিন হবে না। মানব জাতির পিতা ও মাতার এ দুশ্চিন্তার জবাব হলো জীবন্তিকার শেষ সংলাপের বক্তব্য।

প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির পিতা ও মাতার ভয় ও দুশ্চিন্তার কথা জানলো কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ ؕ

'ওহী' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াতখানির সরল অনুবাদ- কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরালে থেকে কিংবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : বিভিন্ন তাফসীরে আয়াতখানির বিভিন্ন ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। কিন্তু তা প্রকৃত ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূরে।

প্রকৃত ব্যাখ্যা (বর্তমান মানব সভ্যতার জ্ঞান অনুযায়ী) : আয়াতখানিতে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি থেকে কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে-

১. 'ওহী'-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রাসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বুঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো- SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মানুষের আবিষ্কৃত পদ্ধতি : SMS বা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোন একটি মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি একইভাবে পাঠিয়ে দেয় যার কাছে বার্তাটি পাঠানো হয়েছে তার মোবাইল সেটে। গ্রহণকারী সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে।

আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান পদ্ধতি : আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর মধ্যে। SMS করতে ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর

লাগে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNA নম্বর। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলোর উত্তর মেমোরী আকারে দেওয়া আছে।

মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরি হয়।

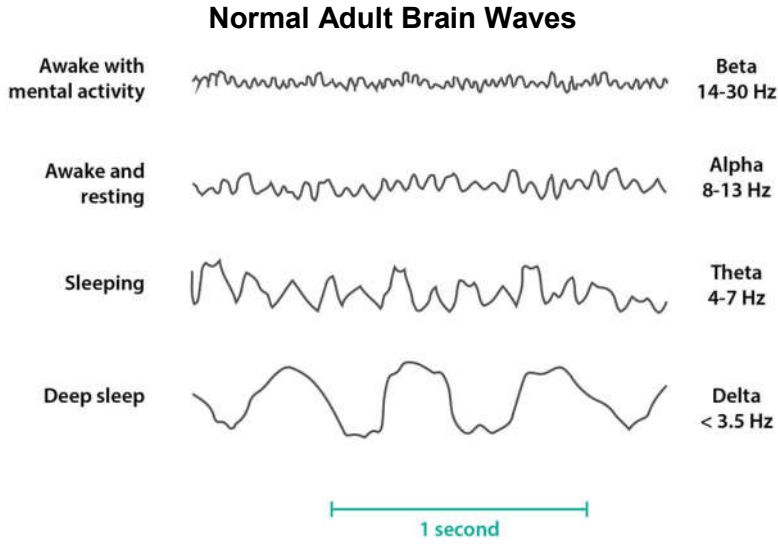

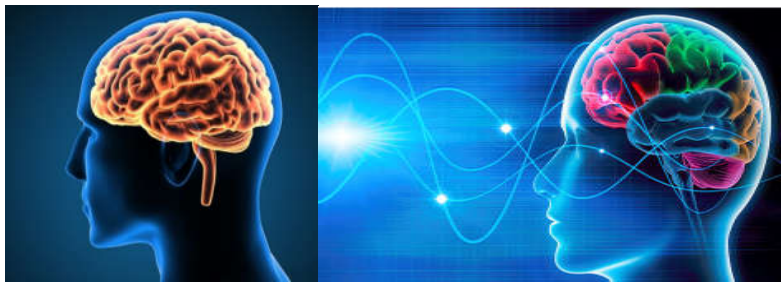

আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন DNA নম্বর থেকে প্রশ্নটি এসেছে। আল্লাহর সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ DNA নম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়।

তবে এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার ক্ষমতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা Common sense যার যত উৎকর্ষিত

হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য কাহিনির আলোকে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না-

১. গ্রহণযোগ্য হবে- কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।
২. গ্রহণযোগ্য হবে না- কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

{**বই** : বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' (গবেষণা সিরিজ-৬); **ক্লাস** : ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স, লেভেল-১}

তাওবা কবুলের পরেও আদম ও হাওয়া (আ.) তথা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের কারণ

মানব জাতির পিতা ও মাতা ইবলিসের ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাসের কবলে পড়ে ভুল করার পর তাওবা করেন। তাওবা কবুল হওয়ার পরে আদম ও হাওয়া (আ.) তথা মানুষকে জান্নাতে থাকতে দেওয়া যৌক্তিক ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছেন।

এ থেকে বোঝা যায়-

১. মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'য়ালার আগেই নেওয়া ছিল।
২. দুনিয়ার জীবনের-
    - বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক তথ্য,
    - ইবলিসের মূল ষড়যন্ত্র ও তার পদ্ধতি এবং
    - ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়

সহজভাবে মানব জাতিকে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জীবন্তিকাটির বিভিন্ন সংলাপ ও কাজগুলো রচনা, মঞ্চায়ন এবং আসমানী গ্রন্থে তা লিখে রাখা হয়েছে।

জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখার বিষয়ে ইসলাম

প্রচলিত মত

জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ।

Common sense (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

জীবন্তিকার কল্যাণসমূহ-

১. জীবন্তিকার মাধ্যমে মানুষকে খুব সহজে একটি বিষয় শেখানো ও বোঝানো যায়।
২. জীবন্তিকার মাধ্যমে দেখা বিষয় মনে থাকে বেশি।
৩. জীবন্তিকা শিশুরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখে এবং তা তাদের মনে গেঁথে যায়।
৪. জীবন্তিকার মাধ্যমে মানুষকে শেখানো সহজ।
৫. ভালো জীবন্তিকা দেখতে মানুষ বিরক্ত বোধ করে না।
৬. জীবন্তিকা মানুষকে বিনোদন দেয়।

তাই, সৎ ও শিক্ষিত মানুষ এবং শান্তিময় সমাজ গঠনমূলক জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা Common sense সম্মত।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- সৎ ও শিক্ষিত মানুষ এবং শান্তিময় সমাজ গঠনমূলক জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা ইসলাম সম্মত হওয়ার কথা।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আলোচ্য জীবন্তিকাটি রচনা, মঞ্চায়ন এবং আসমানী গ্রন্থে লিখে রেখেছেন আল্লাহ তা'য়ালা নিজে। এ জীবন্তিকায় মহিলা চরিত্রও আছে। আবার মহান আল্লাহ নিজে, নবী, নবী স্ত্রী ও ফেরেশতাকুল সেখানে ভূমিকাও রেখেছেন।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- জীবন্তিকা সম্পর্কিত ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- সৎ মানুষ ও শান্তিময় সমাজ গঠনমূলক পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন, দেখানো ও দেখা ইসলাম সম্মত।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

রাসূল (স.) জীবন্তিকা বিরোধী কথা বলতে পারেন না। কারণ, সেটি হতো কুরআন বিরোধী কথা। তাই, রাসূল (স.) জীবন্তিকা বিরোধী তথা কুরআন বিরোধী কাথা বললে সেদিনই আল্লাহ তাঁকে হত্যা করে ফেলতেন। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

তথ্য-১

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার সম্পর্কে কোন কথা বানিয়ে বলতো অবশ্যই আমি তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম (শক্ত করে ধরে ফেলতাম)। অতঃপর অবশ্যই আমি তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর কেউই নেই তোমাদের মধ্যে, যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতো।

(সুরা আল হাক্কা/৬৯ : ৪৪-৪৭)

তথ্য-২

সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা রসূল (স.)-এর অনেক হাদীস হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে হাদিসে জিবরাইল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ قَالَ " الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ". قَالَ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ". ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآيَةَ. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ " رُدُّوهُ ". فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ".

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মূসা'দ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমুখে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেন, 'ঈমান হলো- আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বললেন, 'ইসলাম হলো- আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরজ যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সাওম (রোজা) পালন করবেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেন, 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি আপনাকে দেখছেন।
ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি- বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভূক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এরপর রসূল (স.) এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন- (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে।" (সুরা লুকমান/৩১ : ৩৪) এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরাইল (আ.)। লোকদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।

- বুখারী, আস-সহীহ (বৈরূত : দরু ইবন কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদীস নং- ৫০
- হাদিসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়- ইসলামে জীবন্তিকা রচনা, মঞ্চায়ন করা, দেখানো ও দেখা নিষেধ হতে পারে না। জীবন্তিকা সম্পর্কে প্রচলিত কথা মুসলিম জাতিকে মানবতার শত্রু ইবলিস তথ্যসন্ত্রাস করে খাইয়েছে।

আল কুরআনে উপস্থিত অন্যান্য জীবন্তিকা

আল কুরআনে বিশেষ বিশেষ ঘটনার তথ্যধারণকারী আরও জীবন্তিকা উপস্থিত আছে। যেমন-

১. ইউসুফ (আ.)-এর জীবন সম্পর্কিত ঘটনা/কাহিনি।
২. খিজির (আ.)-এর ঘটনা।
৩. সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা।
৪. মুসা (আ.) ও ফেরাউন সম্পর্কিত কাহিনি।
৫. ইত্যাদি।

ইসলাম সম্মত জীবন্তিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ

জীবন্তিকা ইসলাম সম্মত হতে হলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে-

১. শিক্ষামূলক হতে হবে।
২. সৎ ও ভদ্র মানুষ গঠনমূলক হতে হবে।
৩. সুখ, শান্তি ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনমূলক হতে হবে।
৪. কোনো রকম অশ্লীলতা থাকতে পারবে না।
৫. শিষ্টাচার বহির্ভূত হতে পারবে না।
৬. সকল ধরনের শালীনতা বজায় রাখতে হবে।
৭. অহেতুক মারামারি কাটাকাটি (Violence) থাকবে না।
৮. মহিলা/নারী চরিত্র থাকতে পারবে। তবে যথাযথ পর্দায় থাকতে হবে।
৯. মিথ্যা কল্পকাহিনি থাকবে না।

শেষ কথা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ

পুস্তিকার তথ্যগুলো পড়লে যেকেউই সহজে বুঝতে পারবে উপস্থাপিত জীবন্তিকা মুসলিম জাতি ও মানবতার জন্য অপরিসীম কল্যাণকর। তথ্যগুলো মানব জাতির জন্য মৌলিক বলে জীবন্তিকার সংলাপ আকারে তা উপস্থাপান করা হয়েছে। কেউ যাতে সংলাপগুলো মালা গেঁথে প্রকৃত জীবন্তিকা বা চলচ্চিত্র তৈরি না করে সে জন্যই মনে হয় জীবন্তিকার বিষয়ে

নানা কথা মুসলিম সমাজে চালু করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই জীবন্তিকা রচনা ও মঞ্চায়ন করে মানুষের পড়ার জন্য আল কুরআনে লিখে রেখেছেন। এরপরও জীবন্তিকা বিরোধী নানা কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া থেকে সহজে বোঝা যায়, ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস কত শক্তিশালী। জীবন্তিকার শিক্ষাগুলো জানার পর আশাকরি মুসলিম জাতি জেগে উঠবে।

ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিলে খুশি হবো। সবার কাছে মন থেকে দোয়া চাই। আর মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস মোকাবেলা করার মতো শক্তি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতাকে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

লেখকের বইসমূহ :

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common Sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে ' ক্বলব' -এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

প্রাপ্তিস্থান :

❑ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**

ইনসাফ বারাকাহ্ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ **অনলাইনে অর্ডার করতে** : www.shop.qrfbd.org

❑ **দি বারাকাহ্ জেনারেল হাসপাতাল**

৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬

❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯

❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
মোবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫

❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২

❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০,
ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬

❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩

❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬

- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ **প্রফেসর' স পাবলিকেশন' স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- ❑ **কাটাবন বইঘর**, কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- ❑ **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- ❑ **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- ❑ **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- ❑ **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- ❑ **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- ❑ **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬
- ❑ **কলরব প্রকাশনী,** ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- ❑ **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এন্ড জেনারেল স্টোর,** আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬৭৩৪৯৪৯১৯

- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড় মগবাজার, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- ❑ **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- ❑ **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** দক্ষিণ গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৭৮৭৭২০৮০৯
- ❑ **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- ❑ **আস-সাইদ পাবলিকেশন,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন** রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট,
  খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২

❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯

❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮

❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, সিলেট।
মোবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭

❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯

❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮

❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭

❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯

❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭

❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

ব্যক্তিগত নোট